সমকাল

তারিখ ২১ FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

৮৬০ স্কুলে বাড়তি অর্থ আদায়

স্কুল পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

চলতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দেশের ৮৬০ বিদ্যালয় অভিভাবকদের কাছ থেকে নানা খাতে বাড়তি অর্থ আদায় করেছে। ভর্তি ফি, টিউশন ফি, উন্নয়ন ফি ও এসএসসির ফরম পূরণ– মূলত এই চার খাতেই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটেছে। বাড়তি অর্থ আদায়ের ৯৫ ভাগ ঘটনা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনের স্কুলগুলোর। সরকারি তদন্তে এমনই প্রমাণ মিলেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড পৃথকভাবে তদন্ত করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। এসব বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুই-একদিনের মধ্যেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

তদন্ত প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, এসএসসির ফরম পূরণসহ নানা খাতে বাড়তি অর্থ আদায় করেছে ঢাকা বোর্ডের ৮৫৫ স্কুল। স্কুলগুলো এসএসসির ফরম পূরণের নামে তিন হাজার থেকে প্রায় ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত বেশি আদায় করেছে। এর মধ্যে পাঁচটি স্কুল রাজশাহীর। রাজধানী ও ঢাকা জেলার ২৭২ স্কুল এসএসসির ফরম পূরণের নামে ইচ্ছামতো ফি আদায় করেছে। সবচেয়ে বেশি ফি ১৪ হাজার টাকা আদায় করেছে রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন, কোচিং ফি, স্কুলের উন্নয়ন ফি ছাড়াও টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

পিছিয়ে নেই সরকারি স্কুলও : বেসরকারি স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ কিছু সরকারি স্কুলেও এ বছর ইচ্ছামতো

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

স্কুল পরিচালনা কমিটি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ফি আদায় করা হয়েছে। এসএসসির ফরম পূরণে শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞানে এক হাজার ৪৫৫ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে এক হাজার ৩৫৫ টাকা নির্ধারণ করেছিল। অথচ ঢাকা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তিন হাজার ২৪০ টাকা, পুরান ঢাকার ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তিন হাজার ৫৫৯ টাকা, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তিন হাজার ৯০ টাকা, কমলাপুর রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় সাড়ে তিন হাজার টাকা, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলে তিন হাজার টাকা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তিন হাজার ৫৫ টাকা আদায়ের প্রমাণ পেয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সমকালকে বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি বুঝি না, বেশি টাকা আদায় করা সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অনেক স্কুল অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেয়নি : শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্দেশনা জারির এক সপ্তাহ চলে গেলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত বুধবার পর্যন্ত বর্ধিত ফি ফেরত দেয়নি। লালমনিরহাটের ৪০ স্কুলের মধ্যে ২৯টি অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি। লালমনিরহাট জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোসলেম উদ্দিন জানান, যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও টাকা ফেরত দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কমিটি : বাড়তি টাকা আদায় করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমদ সমকালকে বলেন, 'অনেক প্রতিষ্ঠানই মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে তারা শিক্ষার্থীদের অর্থ ফেরত দিয়েছে। আর কিছু প্রতিষ্ঠান বাড়তি অর্থ নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। আবার কেউ কেউ বলেছে, তারা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা দেরিতে পেয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথার ওপরই তারা নির্ভর করছে না। তাদের দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।' আর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'যারা বাড়তি অর্থ ফেরত দেয়নি, তাদের বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় আইনি বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুসরণ করা হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মানেনি, তাদের এমপিও স্থগিত এবং পরিচালনা পরিষদ ভেঙে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

আগে আদায় করা অতিরিক্ত টাকা অভিভাবকদের ফেরত দিতে শিক্ষামন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া সাত দিন গত ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত ৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে সাত কর্মদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত আদায় করা টাকা ফেরত দেওয়ার সময় বেঁধে দেন।

নতুন বছরের শুরুতে রাজধানীর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছামতো ভর্তি ফি আদায় ও টিউশন ফি বাড়ানো হয়। এর প্রতিবাদে অভিভাবকরা আন্দোলনে নামেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এ অভিযোগ তদন্ত করে। তদন্তে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে বাড়তি অর্থ আদায়ের প্রমাণ মিলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, বেতন ৪০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ইচ্ছামতো ভর্তি ফি আদায় ও বেতন বাড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।